সুন্দরবনের ইতিহসা ও ঐতিহ্য

সুন্দরবন বিশ্বের বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ বন, যা বাংলাদেশ ও ভারতের সীমানার বঙ্গোপসাগরের তীরে অবস্থিত। এটি গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনা নদীর ব-দ্বীপে অবস্থিত। মোট আয়তন প্রায় ১০,০০০ বর্গ কিলোমিটার, যার একটি বড় অংশ বাংলাদেশে (খুলনা, সাতক্ষীরা, বাগেরহাট, পটুয়াখালি ও বরগুনা জেলায়) পড়েছে। সুন্দরবন নামের উৎপত্তি সম্ভবত সুন্দরী (Heritiera fomes) গাছ থেকে।

আজ থেকে প্রায় ৬-৭ হাজার বছর আগে হিমালয় থেকে আসা গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনা নদীর বয়ে আনা পলি জমে বঙ্গোপসাগরের উপকূলে এই বিশাল বদ্বীপ গড়ে ওঠে। সেই বদ্বীপেই ধীরে ধীরে সৃষ্টি হয় সুন্দরবন। প্রথমদিকে এটি ছিল লবণাক্ত জলাভূমি, কাদামাটি দ্বীপ। এর মধ্যেই গড়ে ওঠে ম্যানগ্রোভ অরণ্য; যা পৃথিবীতে খুব বিরল। খ্রিস্টপূর্ব ৩য় শতক থেকেই সুন্দরবনের চারপাশে মানুষের বসবাস ছিল বলে প্রমাণ পাওয়া যায়। পাল ও সেন যুগে সুন্দরবন ছিল বৌদ্ধ ও হিন্দু সাধকদের তপস্যাস্থল ও নদীপথের বাণিজ্য কেন্দ্র।

১৩শ শতাব্দীর পর মুসলিম শাসন শুরু হলে সুন্দরবনের দক্ষিণ অঞ্চলে বসতি গড়ে ওঠে। সুফি দরবেশরা জঙ্গাল পরিষ্কার করে গ্রাম গড়ে তুলে ইসলাম প্রচার শুরু করেন। বিশেষভাবে পরিচিত পঞ্চদশ শতকের উলুঘ খান জাহান। ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে বাংলার দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে মোগল সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে যে স্বাধীনতা সংগ্রাম গড়ে উঠেছিল, তার কেন্দ্রবিন্দু ছিলেন যশোর-খুলনার মহারাজ প্রতাপাদিত্য। এই সংগ্রামে সুন্দরবন শুধু একটি বন নয়, বরং একটি প্রাকৃতিক দুর্গ হিসেবে কাজ করেছে। সুন্দরবনের ভূপ্রকৃতি ও পরিবেশ প্রতাপাদিত্যের যুদ্ধকৌশলের প্রধান ভিত্তি ছিল। সুন্দরবন ছিল অসংখ্য নদী, খাল, জলাভূমি ও ঘন ম্যানগ্রোভ অরণ্যে আচ্ছাদিত একটি দুর্গম অঞ্চল। ভূপ্রাকৃতিক পরিবেশকে প্রতাপাদিত্য তাঁর যুদ্ধের প্রধান অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করেন। প্রতাপাদিত্য সুন্দরবনের ভেতরে ছোট ও দ্রুতগামী নৌকা ব্যবহার করে গেরিলা যুদ্ধ পরিচালনা করতেন। তাঁর সৈন্যরা আকস্মিক আক্রমণ করে আবার জঙ্গালের মধ্যে মিলিয়ে যেত। প্রতাপাদিত্য সুন্দরবনের আশপাশে ইশ্বরীপুর, ধুমঘাট, কামারখালী ও যশোর দুর্গের মতো সামরিক ঘাঁটি নির্মাণ করেন। এগুলো নদীপথের নিয়ন্ত্রণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখত। প্রতাপাদিত্যের সময়ে নির্মিত মন্দির, দমদমা এবং কতিপয় স্থাপনার ধ্বংসাবশেষ এখনো সুন্দরবনে টিকে আছে। ১৭৬৫ সালে ব্রিটিশরা সুন্দরবন দখলে নেয় এবং বিশাল বন কেটে গ্রাম বানায়, চাষযোগ্য জমি তৈরি করে মানুষের বসবাসের পরিবেশ সৃষ্টি করে। বর্তমানে সুন্দরবনে বসবাসকারী মানুষ মৌয়াল, জেলে, কাঠুরে, বনজীবী ইত্যাদি পেশার মাধ্যমে তারা তাদের জীবন জীবিকা নির্বাহ করে থাকে। সুন্দরবনের ইতিহাস প্রকৃতি ও মানুষের সাথে অতপ্রতভাবে জড়িয়ে আছে। এটি শুধু বন নয়, বরং বাংলার প্রাকৃতিক, সাংস্কৃতিক ও ঐতিহাসিক ঐতিহ্যের অমূল্য অংশ।